Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন-হাদিসের আলোকে দাওয়াত ও তাবলিগ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাব্বির আহমেদ শান্ত

রোলঃ 227010043

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন-হাদিসের আলোকে দাওয়াত ও তাবলিগ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাব্বির আহমেদ শান্ত

রোলঃ 227010043

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআন-হাদিসের আলোকে দাওয়াত ও তাবলিগ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাব্বির আহমেদ শান্ত, আইডিঃ 227010043 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন-হাদিসের আলোকে দাওয়াত ও তাবলিগ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সাব্বির আহমেদ শান্ত

আইডিঃ 227010043

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা......6

প্রথম অধ্যায় : দাওয়াহ ও তাবলিগের সংজ্ঞা ও ইতিহাস......7

দ্বিতীয় অধ্যায় : কুরআনে দাওয়াহ ও তাবলিগের গুরুত্ব......11

তৃতীয় অধ্যায় : হাদীসে দাওয়াহ ও তাবলিগের গুরুত্ব......14

চতুর্থ অধ্যায় : দাওয়াহ ও তাবলিগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য......17

পঞ্চম অধ্যায় : দাওয়াহ ও তাবলিগের পদ্ধতি ও কৌশল......19

ষষ্ঠ অধ্যায় : সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে দাওয়াহ ও তাবলিগ......21

সপ্তম অধ্যায় : দাওয়াহ ও তাবলিগের প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ......24

অষ্টম অধ্যায় : দাওয়াতি কার্যক্রমে নারীদের ভূমিকা......27

নবম অধ্যায় : তাবলীগ জামাতের দাওয়াতি কার্যক্রম......29

দশম অধ্যায় : দাওয়াহ ও তাবলিগের উন্নয়নে করণীয়......32

উপসংহার......35

তথ্য সহায়তায়......36

ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রেরিত সর্বশেষ জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—মানুষকে আল্লাহর একত্ব, নবুয়তের সত্যতা এবং পরকালীন জীবনের জবাবদিহিতার প্রতি আহ্বান জানানো। এই আহ্বানের কার্যক্রমকেই বলা হয় দাওয়াহ এবং এর মাধ্যমে ইসলামি বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই হলো তাবলিগ।

দাওয়াহ ও তাবলিগের মিশন মূলত শুরু হয় পৃথিবীর প্রথম মানব ও নবী আদম (আ.) থেকে এবং তা পূর্ণতা লাভ করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। নবীজি (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি ধাপ দাওয়াহ ও তাবলিগের জন্য একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি একাধারে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে ইসলামের পথে পরিচালিত করতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এবং পরে তাবে'ইন, তাবে-তাবে'ইন, ওলী-আউলিয়া ও ওলামায়ে কেরাম এই দাওয়াহ'র কাজকে অব্যাহত রেখেছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

বর্তমান বিশ্বে দাওয়াহ ও তাবলিগের চাহিদা আরও জোরালো হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত বিভ্রান্তি দূর করা, সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধ, এবং ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাওয়াতি কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। প্রযুক্তির উন্নয়ন যেমন দাওয়াহর সুযোগ বৃদ্ধি করেছে, তেমনি কিছু নতুন চ্যালেঞ্জও তৈরি করেছে। এই বাস্তবতায় কুরআন ও হাদিসের আলোকে দাওয়াহ ও তাবলিগের গুরুত্ব ও প্রয়োগ নতুনভাবে পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

এই গবেষণাপত্রে আমরা দাওয়াহ ও তাবলিগের ভাষাগত ও পরিভাষাগত সংজ্ঞা, ইতিহাস, কুরআন ও হাদিসের প্রেক্ষাপট, রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের দাওয়াতি কর্মকাণ্ড, সমসাময়িক বাস্তবতা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করবো। এতে পাঠক দাওয়াহ ও তাবলিগের মৌলিক ধারণা, পদ্ধতি ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন বলে আশা করা যায়।

প্রথম অধ্যায় : দাওয়াহ্ ও তাবলিগের সংজ্ঞা ও ইতিহাস

ইসলামের মূল শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হলো দাওয়াহ ও তাবলিগ। এই দুইটি পরিভাষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও তাদের পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই অধ্যায়ে দাওয়াহ ও তাবলিগের শব্দগত ও পরিভাষাগত ব্যাখ্যা, কুরআন-হাদিসে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত এবং ইসলামের ইতিহাসে তাদের প্রয়োগ ও বিকাশ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.১ দাওয়াহ্ শব্দের অর্থ ও পরিভাষাগত সংজ্ঞা

আরবি ‘দা‘আ’ (دعا)ধাতু থেকে ‘দাওয়াহ’ (دعوة) শব্দটির উৎপত্তি, যার আভিধানিক অর্থ হলো ডাকা, আহ্বান করা, বা আমন্ত্রণ জানানো। কুরআনে এই শব্দটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: প্রার্থনা, আবেদন, আহ্বান ইত্যাদি।

পরিভাষাগতভাবে দাওয়াহ বলতে বোঝায়—মানুষকে আল্লাহর পথে, ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দিকে আহ্বান জানানো। অর্থাৎ, মানুষের সামনে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলো তুলে ধরা যাতে তারা সত্যের পথে ফিরে আসে। দাওয়াহ কেবল অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণে আহ্বান নয়, বরং মুসলিমদের দ্বীনের ওপর দৃঢ় করারও একটি মাধ্যম।

১.২ তাবলিগ শব্দের অর্থ ও পরিভাষাগত সংজ্ঞা

‘তাবলিগ’ শব্দটি আরবি ‘বাল্লাগা’ (بلّغ)ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো ‘পৌঁছে দেওয়া’। আভিধানিকভাবে এর অর্থ হলো নির্দিষ্ট কোনো বার্তা বা বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া।

ইসলামী পরিভাষায় তাবলিগ বলতে বোঝায়—আল্লাহর বাণী, রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়া। এই কাজটি নিছক কথাবার্তা নয়, বরং আমল, চরিত্র এবং আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দ্বীনি দাওয়াত পৌঁছে দেয়াই হলো তাবলিগ।

১.৩ কুরআন ও হাদীসে দাওয়াহ ও তাবলিগের ব্যবহার

কুরআনে দাওয়াহ ও তাবলিগের উল্লেখ:
আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَي اللّٰهِ ۣ عَلٰي بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ

- "বলুন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করি চিন্তাশীলতার ভিত্তিতে, আমি এবং আমার অনুসারীরা।" (সূরা ইউসুফ: ১০৮)

আরেক স্থানে বলা হয়েছে:

اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ۭ

- "আপনার উপর কেবল তাবলিগ করাই দায়িত্ব।" (সূরা আশ-শূরা: ৪৮)

হাদীসে এর গুরুত্ব:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

- "তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।" (বুখারি)

তিনি আরও বলেন:

- "যে ব্যক্তি সৎকাজের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য সেইসব লোকের সমপরিমাণ সওয়াব লেখা হবে যারা তা অনুসরণ করে।" (মুসলিম)

এসব নির্দেশনা প্রমাণ করে, দাওয়াহ ও তাবলিগ কেবল নবি বা আলেমদের কাজ নয়; বরং এটি প্রতিটি সচেতন মুসলমানের দায়িত্ব।

১.৪ ইতিহাসে দাওয়াহ ও তাবলিগের অগ্রগতি

দাওয়াহ ও তাবলিগের ইতিহাস ইসলামের ইতিহাসের সমান্তরাল একটি ধারাবাহিকতা। এই মহান কর্মযজ্ঞের সূচনা হয় হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে, যিনি তাঁর সন্তানদেরকে আল্লাহর বিধান ও একত্ববাদে আহ্বান করেছিলেন। এরপর প্রত্যেক নবী-রাসূলকে তাঁর নিজ জাতির মধ্যে আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য পাঠানো হয়েছে, যা দাওয়াহ ও তাবলিগের চিরন্তন ধারাকে প্রতিফলিত করে। এই ধারাকে তিনটি মূল পর্বে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যায়:

ক. নবুওয়তের যুগ

এই যুগে দাওয়াহ ও তাবলিগের নেতৃত্বে ছিলেন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রমের শুরু মক্কার পরিবেশে গোপনে হলেও, পরে তা প্রকাশ্যে রূপ নেয়। শুরুতে আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের তিনি ইসলামের দিকে আহ্বান জানান, পরে মক্কার অন্যান্য কুরাইশ বংশীয়দেরকেও দাওয়াত দেন। তিনি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ, ছোট ছোট বৈঠক, এবং পরে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সমগ্র মক্কাবাসীর সামনে ইসলামের দাওয়াত দেন।

মদিনায় হিজরতের পর রাসূল (সা.) দাওয়াহকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন—যেখানে মসজিদে নববীকে দাওয়াহ'র কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়, বিভিন্ন রাষ্ট্র নায়কের নিকট চিঠি প্রেরণ করে ইসলামি আহ্বান পৌঁছে দেন। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে দাওয়াহ'র একটি বৃহৎ বিজয় অর্জিত হয় এবং আরবের বিভিন্ন গোত্র দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে।

খ. খিলাফতের যুগ

রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম দাওয়াহ ও তাবলিগের দায়িত্ব কাঁধে নেন। হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে ইসলামি শাসনকে সুসংগঠিত করেন। হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে দাওয়াহ কার্যক্রম একটি বিস্তৃত রূপ লাভ করে। তাঁর যুগে ইসলামী দাওয়াত পৌঁছে যায় পারস্য, শাম, মিশর এবং উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে। সাহাবারা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে দাওয়াতি কাজ করেন, স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইসলাম প্রচার করেন।

এই যুগে দাওয়াহ কেবল যুদ্ধ ও জয়ের মাধ্যমে নয়, বরং শান্তিপূর্ণ বাণী প্রচার, শিক্ষাদান এবং মানবিক সম্পর্কের মাধ্যমেও বিস্তার লাভ করে। মুসলিম সেনাবাহিনীর পাশাপাশি শিক্ষিত সাহাবিরাও দাওয়াহর মিশনে নিয়োজিত ছিলেন।

গ. পরবর্তী যুগ

তাবে'ইন ও তাবে-তাবে'ইনের যুগেও দাওয়াহ'র ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তাঁরা একদিকে যেমন জ্ঞানচর্চা ও হাদীস সংকলনের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করেন, অন্যদিকে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অনেক সুফি ও দরবেশ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করে মানবিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শ জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন।

বিশেষ করে উপমহাদেশে শাহ জালাল (রহ.), খান জাহান আলী (রহ.), শাহ মখদুম (রহ.) প্রমুখ আউলিয়াগণ ইসলামের দাওয়াহ ছড়িয়ে দেন। আফ্রিকায় সুফিদের মাধ্যমে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুসলিম ব্যবসায়ী ও আলেমদের মাধ্যমে ইসলাম বিস্তার লাভ করে।

আধুনিক যুগে, দাওয়াহ ও তাবলিগের একটি উল্লেখযোগ্য সংগঠিত রূপ হলো **তাবলীগ জামাত**। এটি বিশ শতকে মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জামাত ব্যক্তিগত দাওয়াহ, দ্বীনি শিক্ষা এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে দাওয়াহ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এদের কার্যক্রম এখন বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত।

ইতিহাসের এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে, দাওয়াহ ও তাবলিগ শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় কর্তব্য নয়, বরং এটি একটি চিরন্তন মানবিক আহ্বান, যা সমাজ, সভ্যতা ও মানবতাকে আলোর পথে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : কুরআনে দাওয়াহ ও তাবলিগের গুরুত্ব

আল-কুরআন আল্লাহর একান্ত বাণী, যা মানবজাতির সঠিক পথনির্দেশনা ও জীবনের পূর্ণাঙ্গ নির্দেশাবলি প্রদান করে। কুরআনে বারবার মানুষকে সত্য পথে ডাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে দাওয়াহ ও তাবলিগ কেবল ঐচ্ছিক কোনো কাজ নয়, বরং একটি ফরয দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করেছেন আল্লাহর প্রেরিত নবীগণ এবং এই দায়িত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে এসে পৌঁছেছে উম্মতের প্রতিটি সদস্যের ওপর।

২.১ দাওয়াহর আদেশসমূহ

আল্লাহ তাআলা কুরআনে অসংখ্য আয়াতে দাওয়াহ'র নির্দেশ দিয়েছেন। দাওয়াহকে কখনো "আল্লাহর পথে আহ্বান", কখনো "সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্ম থেকে নিষেধ", আবার কখনো "তাওহীদের প্রতি আহ্বান" হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ

"তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে এবং উত্তমরূপে বিতর্ক কর।"

(সূরা নাহল: ১২৫)

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَي الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"তোমাদের মধ্যে এমন এক দল হওয়া উচিত যারা আহ্বান জানাবে কল্যাণের দিকে, আদেশ করবে সৎকাজে ও নিষেধ করবে মন্দ থেকে—তারা-ই সফলকাম।"

(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

এই আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর পথে আহ্বান করা, সৎকাজে উৎসাহিত করা ও মন্দ থেকে বিরত রাখা একটি সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। এটি ইবাদতের পর্যায়ে গণ্য।

২.২ নবীদের দাওয়াহর দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবীকেই দাওয়াহ'র গুরুদায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। কুরআনে বারবার বলা হয়েছে, নবীগণ এসেছেন তাঁদের জাতিকে আল্লাহর দিকে

ফিরিয়ে আনার জন্য, শিরক ও কুফরের অন্ধকার থেকে তাওহীদের আলোয় পথ দেখানোর জন্য।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি (এই মর্মে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক।"

(সূরা নাহল: ৩৬)

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

"রাসূলদের দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দেয়া।"

(সূরা নাহল: ৩৫)

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ

"হে রাসূল! আপনি যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে তা পৌঁছে দিন। যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি তাঁর বাণী পৌঁছাননি।"

(সূরা মায়িদা: ৬৭)

এই আয়াতসমূহে দাওয়াহ ও তাবলিগকে নবীদের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্বেই এই দাওয়াতি দায়িত্ব পালনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

২.৩ উম্মতের ওপর দাওয়াহ'র দায়িত্ব

কুরআনের একাধিক স্থানে মুসলিম উম্মতের ওপর দাওয়াহ'র দায়িত্ব অর্পণের কথা বলা হয়েছে। এটি কেবল নবীদের কাজ ছিল না; বরং রাসূল (সা.)-এর উম্মত হিসেবে প্রত্যেক মুসলমান এই দায়িত্ব বহন করে।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ

"তোমরা তো সেই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যারা মানুষের জন্য বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজে আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহতে ঈমান রাখো।"

(সূরা আলে ইমরান: ১১০)

এই আয়াতে উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে: (১) সৎকাজের আদেশ, (২) অসৎকাজের নিষেধ, এবং (৩) ঈমান। এর মধ্যে প্রথম দুটি সরাসরি দাওয়াহ ও তাবলিগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

অতএব, কুরআনের দৃষ্টিতে দাওয়াহ কেবল একটি পুণ্যবান কাজই নয়, বরং একটি সম্মানিত ও ফরয দায়িত্ব—যা পালন করলে জাতি লাভ করবে আল্লাহর রহমত ও সাফল্য, আর অবহেলা করলে পতিত হবে অন্ধকারে।

তৃতীয় অধ্যায় : হাদীসে দাওয়াহ ও তাবলিগের গুরুত্ব

হাদীস শরীফে দাওয়াহ ও তাবলিগের গুরুত্ব বারবার আলোচিত হয়েছে। নবী করীম (সা.) নিজ জীবনে যেমন এই দায়িত্ব পালন করেছেন, তেমনি সাহাবায়ে কেরামকেও এই কাজে উৎসাহিত করেছেন। হাদীসগুলোতে দাওয়াতি কাজের গুরুত্ব, ফজিলত, এবং দায়িত্ববোধ স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে, যা আমাদের জন্য পথনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণার উৎস।

উমুমি ময়দানে শরীয়তের মূল তাকাজা তিনটি- দাওয়াত-তাবলীগ, তালীম-তাযকিয়া, জিহাদ-সিয়াসত। তিনটিই আল্লাহর রাস্তা।

হাদীসে এসেছে-

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

যে ইলম অর্জনে বের হয়, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায়। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৪৭

অন্য হাদীসে এসেছে-

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلّ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে, সে আল্লাহর রাস্তায়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১২৩

পুরো দ্বীনই বরং সাবীলুল্লাহ, আল্লাহর রাস্তা। আর দাওয়াত ও তাবলীগ হল আল্লাহর রাস্তারই একটি ধাপ।

এই তিন কাজকে নবীওয়ালা কাজ বলে। আরেক ভাষায় বলে, নবুওতের কাজ, ফারায়েজে মানসাবে নবুওত, মানসাবে রেসালাতের দায়িত্ব। (মাসিক আলকাউসার)

৩.১ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ মিশন

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়তের প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা ও শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্ত করা। তিনি কুরাইশদের তীব্র বিরোধিতা, উপহাস ও শত্রুতা সত্ত্বেও দাওয়াহ'র কাজ চালিয়ে গেছেন।

এক হাদীসে নবীজী বলেন:

"আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে আগুন জ্বালিয়ে দিলে পোকামাকড় তাতে পড়ে যেতে থাকে, আর আমি তোমাদের কোমরে ধরে ধরে

আগুন থেকে টেনে আনছি, অথচ তোমরা তাতে ঝাঁপ দিচ্ছ।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৪৮৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যক্তি, সমাজ, নেতা, দাস—সবার কাছে দাওয়াত পৌঁছেছেন। তিনি সাহাবীদেরও দলে দলে প্রেরণ করতেন, যেমন: মুসআব ইবনে উমায়র (রা.)-কে মদীনায়, মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনে।

৩.২ সাহাবায়ে কেরামের তাবলিগী জীবন

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে দাওয়াহ'র চেতনা ও কর্মপন্থা সরাসরি শিখেছিলেন। তারা দাওয়াহকে শুধু ইবাদত হিসেবে নয়, জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর একদিনেই ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীকে ইসলামে দাওয়াত দেন। হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পরে প্রকাশ্যে দাওয়াহ করেন, এবং তাঁর ইচ্ছা ছিল মক্কার প্রতিটি ঘরে ইসলাম পৌঁছানো।

তারা দাওয়াতের জন্য ভৌগোলিক সীমা মানতেন না। হযরত বিলাল (রা.) আফ্রিকান ছিলেন, তিনি তাঁর জাতিকেও দাওয়াত দেন। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) চীনে গিয়েছেন; হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) মিশরে দাওয়াত দিয়েছেন।

সাহাবিদের মাধ্যমে ইসলাম স্পেন, পারস্য, মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা এবং ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

৩.৩ দাওয়াহর ফজিলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

দাওয়াহ ও তাবলিগের ফজিলত নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) অসংখ্য হাদীস পেশ করেছেন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নিচে উল্লেখ করা হলো:

"তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৪৬১)

(এই হাদীস দাওয়াতের সর্বজনীনতা ও দায়িত্ববোধ নির্দেশ করে।)

"যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে ডাকে, তার জন্য ততটুকু সওয়াব লেখা হয় যত সে অনুসরণকারী সকলের সওয়াবের সমান; কিন্তু অনুসরণকারীদের সওয়াব এতে কমবে

না।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৭৪)

"যদি তোমার মাধ্যমে একজন লোকও সঠিক পথে আসে, তবে তা তোমার জন্য লাল উষ্ট্রার চেয়েও উত্তম।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৮৪৭)

এই হাদীসসমূহ দাওয়াহ ও তাবলিগের গুরুত্ব, সওয়াব ও প্রতিদান সম্পর্কে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। এটি এমন একটি আমল যা শুধুমাত্র নিজেকেই নয়, সমাজকেও উপকৃত করে।

হাদীসের আলোকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, দাওয়াহ ও তাবলিগ রাসূল (সা.)-এর মিশনের মূল ভিত্তি এবং উম্মতের একটি যৌথ দায়িত্ব। সাহাবীগণ এই দায়িত্ব বাস্তবায়নে যেভাবে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তেমনিভাবে আমাদেরও তা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা উচিত।

চতুর্থ অধ্যায় : দাওয়াহ ও তাবলিগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামে দাওয়াহ ও তাবলিগ শুধুমাত্র কিছু ধর্মীয় বক্তব্য বা আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত কার্যক্রম, যার মূল উদ্দেশ্য হলো মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা এবং মানুষকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান জানানো। দাওয়াহ ও তাবলিগের কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি, সমাজের শৃঙ্খলা ও সামষ্টিকভাবে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪.১ ইসলামের বাণী প্রচার

দাওয়াহ ও তাবলিগের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হলো—আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ দ্বীন 'ইসলাম'-এর দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ দায়িত্ব কেবল নবীদের ছিল না; বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মতের প্রতিটি সদস্য এ দায়িত্বের অংশীদার।
"তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।"(সহীহ বুখারী)

ইসলামের মূল বার্তা হলো—তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। এই বার্তাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করাই হলো দাওয়াহর মর্ম। এতে কেবল ধর্মান্তর বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রকৃত সত্য, ন্যায় এবং আলোর দিকেই মানুষকে ডেকে আনা মুখ্য।

৪.২ অন্যায় ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখা

দাওয়াহ ও তাবলিগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো—মানুষকে পাপ, অন্যায়, অবিচার ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখা। কুরআনে এ উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে:

تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"তারা আদেশ করে সৎকাজে ও নিষেধ করে অসৎকাজে।"
(সূরা আলে ইমরান: ১১০)
একটি সমাজ তখনই স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণমুখী হয়, যখন সেখানে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ হয়। দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষ তার ভুল বুঝতে পারে এবং নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পায়। এটি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই কল্যাণকর।

৪.৩ ইসলামি ভ্রাতৃত্ব স্থাপন

ইসলাম দাওয়াহ ও তাবলিগের মাধ্যমে একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, সহানুভূতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের আহ্বান জানায়। ইসলামে জাতি, বর্ণ, ভাষা বা ভূগোলের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য নেই। সকল মুমিন ভাই ভাই—এই মূলনীতি বাস্তবায়নে দাওয়াহ একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

“নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পরের ভাই।”

(সূরা হুজুরাত: ১০)

যখন মানুষ দাওয়াহর মাধ্যমে আল্লাহর দিক নির্দেশনা বুঝে, তখন তাদের অন্তরে একতা ও ভালোবাসা জন্মে। ঈমানি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সমাজে সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়।

দাওয়াহ ও তাবলিগের লক্ষ্য শুধুমাত্র ধর্মীয় দায়িত্ব পালন নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ গঠন, নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলা এবং মানবতাকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনা। এটি এমন একটি কর্মক্ষেত্র, যার প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন পুরস্কার।

পঞ্চম অধ্যায় : দাওয়াহ ও তাবলিগের পদ্ধতি ও কৌশল

দাওয়াহ ও তাবলিগ একটি সূক্ষ্ম ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এটি শুধু বক্তব্য প্রদান নয়, বরং মানুষের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে তাদের চিন্তা, মনোভাব ও জীবনধারার পরিবর্তন ঘটানো। এজন্য কুরআন ও হাদীসে দাওয়াহর জন্য কিছু বিশেষ পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারিত হয়েছে, যা দাওয়াতি কাজে সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত।

৫.১ হিকমত ও উত্তম উপদেশ

দাওয়াহর মূলনীতি হলো হিকমত তথা প্রজ্ঞা ও বিবেকবোধের সাথে কথা বলা এবং সদুপদেশ প্রদান করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

- "তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়।"

(সূরা নাহল: ১২৫)

হিকমত মানে হলো যথাস্থানে যথার্থ কথা বলা, পরিস্থিতি বুঝে নরম বা কঠিন ভাষা প্রয়োগ করা। দাওয়াতের সময় মানুষের অনুভূতি, সামাজিক অবস্থা ও জ্ঞানস্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি। উত্তম উপদেশ মানুষের হৃদয়ে নরমভাবে পৌঁছে যায়, যার ফলে দাওয়াহ কার্যকর হয়।

৫.২ সহনশীলতা ও ধৈর্য

দাওয়াহর পথে প্রতিবন্ধকতা, বিরোধিতা ও উপহাস আসবেই। এসব মোকাবিলায় সহনশীলতা ও ধৈর্য অপরিহার্য। নবী-রাসূলগণ এই পথেই কষ্ট সহ্য করেছেন।
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তায়েফে পাথর মারা হয়েছিল, কুরাইশরা তাঁকে মিথ্যাবাদী, জাদুকর, পাগল ইত্যাদি বলেছিল, তবু তিনি ধৈর্য হারাননি। বরং দোয়া করেছেন:

- "হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হেদায়াত দাও, কারণ তারা জানে না।"

(সহীহ মুসলিম)

ধৈর্য ব্যতীত দাওয়াহ কার্যক্রমে টিকে থাকা যায় না। এটি একজন দাঈর চরিত্রের মূলভিত্তি।

৫.৩ ব্যক্তিগত উদাহরণ ও চরিত্র

দাওয়াহর সবচেয়ে শক্তিশালী পদ্ধতি হলো—ব্যক্তিগত জীবন ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা। মানুষ কথার চেয়ে কাজ ও আচরণে বেশি প্রভাবিত হয়। কুরআনে রাসূল (সা.)-এর চরিত্রের প্রশংসা করা হয়েছে:
وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

- "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।"

(সূরা কলম: ৪)

একজন দাঈ যদি নিজ জীবনে ইসলামি আদর্শ অনুসরণ না করেন, তবে তার দাওয়াত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন:
اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

- "তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে ভুলে যাও?"

(সূরা বাকারা: ৪৪)

সুতরাং, দাওয়াত কার্যকর করতে হলে নিজের জীবনে ঈমান, আমল, চরিত্র ও আন্তরিকতা থাকা আবশ্যক।

দাওয়াহ ও তাবলিগের সফলতা নির্ভর করে পদ্ধতির উপর। হিকমতের সাথে উপদেশ, ধৈর্য ও সহনশীলতা, এবং ব্যক্তিগত আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একজন দাঈ মানুষের অন্তরে ইসলামের আলো জ্বালাতে সক্ষম হয়। এ গুণাবলি ছাড়া দাওয়াত প্রভাবহীন ও সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায় : সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে দাওয়াহ ও তাবলিগ

আধুনিক বিশ্ব প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এর ফলে মানুষের চিন্তাভাবনা, জীবনের গতি ও সমাজব্যবস্থায় বিশাল রূপান্তর এসেছে। এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় দাওয়াহ ও তাবলিগ কার্যক্রমও নতুন কৌশল, মাধ্যম ও ভাষা ব্যবহার করে বাস্তবতা উপযোগী হওয়া জরুরি। ইসলাম সকল যুগে প্রাসঙ্গিক—এই বিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়ে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে দাওয়াহ'র কার্যকারিতা বাড়ানো দরকার।

৬.১ ইলেকট্রনিক ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার

বর্তমান সময়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, বিশেষ করে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন—ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, টেলিগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ—বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এই মাধ্যমগুলোকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা একটি জরুরি প্রয়াস।

ইসলামিক বক্তৃতা, কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস চর্চা, প্রশ্নোত্তর ও শরীয়াহভিত্তিক লাইভ আলোচনার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন উপকৃত হচ্ছে।

অনলাইনে ইসলামি ব্লগ, আর্টিকেল, পডকাস্ট ও ভিডিও কন্টেন্ট তৈরির মাধ্যমে যুবসমাজকে আকৃষ্ট করা যাচ্ছে।

তবে এই মাধ্যম ব্যবহারে সততা, জ্ঞানের যথার্থতা ও নরম ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে দাওয়াহ প্রভাব ফেলতে পারে এবং বিভ্রান্তি না ছড়ায়।

৬.২ আন্তধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতি

বহু ধর্মবিশ্বে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পরস্পরের প্রতি সম্মান বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে জুলুম, অবমাননা বা ঘৃণা প্রচার করা নিষিদ্ধ। বরং কুরআন মুসলিমদের আহ্বান জানায়:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

- “তোমরা তাদেরকে আহ্বান করো তোমাদের প্রভুর পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে...”

(সূরা নাহল: ১২৫)

আন্তধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে:

ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করা যায়,
অন্য ধর্মাবলম্বীদের হৃদয়ে ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়,
মানবতার সাধারণ কল্যাণে ঐক্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে ওঠে।

এ ধরনের সংলাপে অংশ নিতে হলে দাঈদের ইসলামের মূল আকীদা, ইতিহাস ও সামাজিক শিক্ষা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

৬.৩ যুবসমাজ ও দাওয়াহ

যুবসমাজ জাতির ভবিষ্যৎ। তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ:

তারা চিন্তা ও প্রযুক্তিতে অগ্রসর,
সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বতন্ত্র ও চ্যালেঞ্জিং মনোভাব পোষণ করে,
নতুন ধারার চিন্তা ও সংস্কৃতির দ্বারা দ্রুত প্রভাবিত হয়।

এ কারণে দাওয়াহ'র ভাষা, পদ্ধতি ও উপস্থাপনায় পরিবর্তন আনতে হবে যাতে তা যুবসমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। তাদেরকে যুক্তি, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও মানবতা-ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতা বোঝাতে হবে। একইসাথে দাঈদের চরিত্রও হতে হবে আকর্ষণীয় ও অনুকরণীয়।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে দাওয়াহ ও তাবলিগের কার্যক্রমকে যুগোপযোগী না করলে সমাজে এর প্রভাব সীমিত হয়ে পড়বে। প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং যুবসমাজকে ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত করা—এই তিনটি দিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার। ইসলাম চিরন্তন ও সর্বযুগে প্রাসঙ্গিক, কিন্তু তা উপস্থাপন করতে হবে যুগের ভাষায় ও প্রাসঙ্গিকভাবে।

সপ্তম অধ্যায় : দাওয়াহ ও তাবলিগের প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

ইসলামের দাওয়াহ একটি মহান ও পবিত্র দায়িত্ব। তবে এই দায়িত্ব পালনের পথে রয়েছে নানামুখী প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ। বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় দাওয়াহ'র কার্যক্রম অনেক সময় বাধাগ্রস্ত হয় বহিরাগত এবং অভ্যন্তরীণ কারণে। এসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়াই হলো একজন দাঈর অন্যতম দায়িত্ব।

৭.১ ভুল ব্যাখ্যা ও ইসলামোফোবিয়া

সমসাময়িক বিশ্বে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা এবং ইসলামভীতি (ইসলামোফোবিয়া) একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কিছু গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে ইসলামকে সহিংসতা, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে প্রচার করে থাকে।

কুরআনের আয়াত ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়।

মিডিয়া ও সিনেমার মাধ্যমে মুসলমানদের চরমপন্থী হিসেবে তুলে ধরা হয়।

ফলে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের মধ্যে নেতিবাচক মানসিকতা তৈরি হয়। এই বাধা কাটিয়ে উঠতে হলে দরকার যথাযথ জ্ঞান, যুক্তি ও নম্রতার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা।

৭.২ দাওয়াতকারীর অদক্ষতা ও দুর্বলতা

দাওয়াতের কাজের আরেকটি বড় বাধা হলো—দাওয়াতকারীদের নিজের অযোগ্যতা, অজ্ঞতা ও আত্ম-সচেতনতার অভাব। অনেক দাঈ ইসলামের গভীর জ্ঞান ছাড়াই মানুষকে দাওয়াত দেন, ফলে বিভ্রান্তি ছড়ায় এবং ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়।

বক্তৃতায় অশালীন ভাষা বা কটুক্তি ব্যবহার দাওয়াহ'র ক্ষতি করে।

বাস্তব জীবনে দাঈদের অনৈসলামিক আচরণ মানুষের মনে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

সঠিক দাওয়াহ'র জন্য দরকার—তাওহীদ, আকীদা, কুরআন-হাদীস, সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান এবং উত্তম চরিত্র ও দায়িত্ববোধ।

৭.৩ আধুনিক মিডিয়ার অপব্যবহার

যেখানে আধুনিক মিডিয়া দাওয়াহ'র একটি সুযোগ, সেখানে এর অপব্যবহার দাওয়াহ'র একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক সময়:

বিভ্রান্তিমূলক ইসলামি কনটেন্ট ভাইরাল হয়,

অবিজ্ঞ দাঈদের নামে মিথ্যা বক্তব্য ছড়ানো হয় অর্থ্যাৎ, অনেকে দাওয়াতের কাজ করেন কিন্তু ভালোভাবে ইসলাম জানেন না; অনেক সময় তাদের নামে ভুল বা মিথ্যা কথা ছড়ানো হয়।

ইসলামি পরিভাষা বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়।

এছাড়া অনেক মুসলিম তরুণ ইউটিউব, টিকটক বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দাওয়াতের নামে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করেন, কিন্তু এতে দাওয়াহ'র গভীরতা ও গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন:

মিডিয়াতে প্রশিক্ষিত, জ্ঞানসম্পন্ন ও ভারসাম্যপূর্ণ দাঈদের উপস্থিতি,

সোশ্যাল মিডিয়ার নৈতিক ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ,

ইসলামি কনটেন্ট যাচাই ও মান নিশ্চিতকরণ।

দাওয়াহ ও তাবলিগের পথ কখনোই কণ্টকমুক্ত নয়। ভুল ব্যাখ্যা, ইসলামোফোবিয়া, অদক্ষ দাঈ, ও মিডিয়ার অপব্যবহার—এইসব প্রতিবন্ধকতা জয় করতে হলে চাই সুদক্ষ, জ্ঞানী ও আন্তরিক দাঈ, যারা হিকমত, ধৈর্য ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে

ইসলামের আলো পৌঁছে দিতে পারবেন। দাওয়াতি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিশ্বজুড়ে ইসলামের সঠিক বাণী পৌঁছে দেওয়ার পথ।

অষ্টম অধ্যায় : দাওয়াতি কার্যক্রমে নারীদের ভূমিকা

ইসলামে নারীদের সম্মান, মর্যাদা এবং কর্তব্য সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারী কেবল পরিবার বা গৃহস্থালির সীমাবদ্ধ রূপরেখার মধ্যে নয়, বরং ইসলাম প্রচারে, দ্বীনি শিক্ষা-দানে এবং নৈতিক সমাজ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। দাওয়াহ ও তাবলিগ কার্যক্রমেও নারীরা শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ছিলেন এবং আধুনিক যুগেও তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৮.১ কুরআন ও হাদীসে নারীদের অবস্থান

কুরআন ও হাদীস নারীদের দাওয়াহ এবং দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণকে সমর্থন করে। আল্লাহ্ বলেন:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী—তারা একে অপরের সহযোগী। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজে নিষেধ করে।"

(সূরা আত-তাওবাহ: ৭১)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নারীদের দায়িত্বও পুরুষদের মতোই—**আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার**, অর্থাৎ সৎকাজে আহ্বান ও অসৎকাজে নিষেধ করা।রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ অনিষ্ট দেখবে, সে তা হাত দিয়ে প্রতিহত করবে; না পারলে জবান দিয়ে; তাও না পারলে অন্তরে ঘৃণা করবে—এটাই সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।"(মুসলিম, হাদীস: ৪৯)

এই নির্দেশনার আওতায় নারীরাও সমাজে দাওয়াতি ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮.২ নারি সাহাবীদের দাওয়াতি অবদান

নবুয়তের যুগে অনেক নারী সাহাবি ইসলামের প্রচার ও শিক্ষা-দানে অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের জীবন আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত।

- **হযরত খাদিজা (রা.)**: তিনি শুধু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রথম সমর্থক ছিলেন না, বরং তাঁর দাওয়াহ'র কাজে আর্থিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সহায়তা করেছেন।

- **হযরত আয়েশা (রা.):** প্রায় ২২০০-এর অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বহু সাহাবি ও তাবেয়ীকে ইসলামি জ্ঞানে শিক্ষিত করেছেন।
- **উম্মে সালামা (রা.)**, **আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)**, এবং অন্য অনেক নারী সাহাবী যুদ্ধক্ষেত্রে সেবা, হিজরত, শিশুদের শিক্ষা এবং নারী সমাজে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ছিলেন।

তাঁদের এ অবদান প্রমাণ করে—নারীরা ঘরে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলামী দাওয়াহ’র গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হতে পারে।

৮.৩ আধুনিক যুগে নারীদের দায়িত্ব

আধুনিক যুগে নারীদের দাওয়াতি ভূমিকা আগের তুলনায় অনেক বিস্তৃত হয়েছে। শিক্ষা, প্রযুক্তি, সামাজিক প্ল্যাটফর্ম—সবকিছুতেই নারীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করছেন। দাওয়াহ’র ক্ষেত্রে নারীদের কাজগুলো হতে পারে:

- **পরিবারে ইসলামী পরিবেশ গড়ে তোলা**—সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা, স্বামীর সহযোগিতা এবং আত্মীয়-স্বজনকে ইসলামের পথে আহ্বান।
- **নারীদের মাঝে ইসলামী শিক্ষা ছড়ানো**—মহিলা তালিম, দারস, অনলাইন ইসলামী সেমিনার পরিচালনা করা।
- **সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্বীন প্রচার**—নারীরা ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে পর্দা, চরিত্র, ইবাদত, মেয়েদের দ্বীনি শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামি কন্টেন্ট তৈরি করতে পারে।
- **সমাজ সংস্কারে অংশগ্রহণ**—নারীরা সমাজে ইজ্জত ও স্নেহের পাত্র। তারা সমাজে আদর্শ নারী গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে এই দাওয়াতি কাজ চালাতে গিয়ে নারীদের পর্দা, শালীনতা ও ইখলাস বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নারীরা ইসলামের দাওয়াহ’র এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআন ও হাদীস তাঁদেরকে যেমন উৎসাহ দিয়েছে, তেমনি ইতিহাস তাঁদের গৌরবময় ভূমিকা তুলে ধরেছে। আজকের যুগেও তারা দাওয়াহর পথিকৃৎ হয়ে উঠতে পারে—সঠিক জ্ঞান, পর্দা ও চরিত্র বজায় রেখে।

নবম অধ্যায় : তাবলীগ জামাতের দাওয়াতি কার্যক্রম

তাবলীগ জামাত বর্তমান যুগে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও প্রভাবশালী দাওয়াহ আন্দোলন। এটি কোনো রাজনৈতিক বা সহিংস কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত নয়; বরং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ঈমান, আমল, আখলাক ও দ্বীনের মৌলিক বিষয়াবলী পৌঁছে দেওয়াই এর প্রধান লক্ষ্য। এই জামাতের কার্যক্রম সুসংগঠিত, ধৈর্যশীল ও ধারাবাহিক।

৯.১ তাবলীগ জামাতের ইতিহাস ও উৎপত্তি

তাবলীগ জামাতের সূচনা হয় ১৯২৬ সালে ভারতের মেওয়াতে (বর্তমান হরিয়ানা রাজ্য) মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী (রহ.)-এর মাধ্যমে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, হিন্দু সমাজের সংস্কার আন্দোলন ও মুসলমানদের অবহেলিত ধর্মীয় জীবন তাকে উদ্বুদ্ধ করে এ আন্দোলন শুরু করতে।

তিনি মেওয়াত অঞ্চলের মুসলমানদের মাঝে সরাসরি দ্বীনি জ্ঞান ও আমলের চর্চা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি শুরু করেন। তাঁর মূল নীতিগত আহ্বান ছিল:
কালিমা, নামাজ, ইলম ও জিকির, ইকরামুল মুসলিমিন, সহীহ নিয়ত, দাওয়াত ও তাবলিগ।

এই মূলনীতি গুলোর উপর ভিত্তি করেই তাবলীগ জামাতের কাঠামো গঠিত হয়।

৯.২ কার্যপদ্ধতি ও মূলনীতিসমূহ

তাবলিগ জামাতের দাওয়াতি পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ, প্রাকটিক্যাল ও হৃদয়গ্রাহী। তারা ব্যক্তিগত সংশোধন এবং সমাজে দ্বীনী জাগরণে নিরলস পরিশ্রম করে থাকেন। জামাতের কার্যক্রমে যেসব মৌলিক উপাদান রয়েছে, তা হলো:

গোষ্ঠীভিত্তিক সফর (খুরুজ): মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াহ পৌঁছাতে ৩ দিন, ৪০ দিন, ৪ মাস বা ১ বছরের জন্য বিভিন্ন এলাকা ও দেশে সফর করে।

মসজিদ কেন্দ্রিক কাজ: দাওয়াতি কাজ মসজিদ থেকে শুরু হয়, যেখানে নামাজ, তালীম (শিক্ষা), মাশওয়ারা (পরামর্শ) ও দাওয়াতি বয়ান হয়।

ফজীলতভিত্তিক আহ্বান: কারো ভুল ধরার পরিবর্তে নরমভাবে ঈমান ও আমলের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

নিজেকে সংশোধনের উপর জোর: দাওয়াহ'র মাধ্যমে অন্যকে শুধরে দেওয়ার আগে নিজেকে সংশোধন করতে বলা হয়।

নারীদের জন্য পৃথক কার্যক্রম: নারীদেরও আলাদা তালীমি মাহফিল ও ঘরে বসে দাওয়াতি কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

তাবলিগ জামাত কোনো রাজনীতি, বিতর্ক বা মতবিরোধে জড়ায় না—এটাই তাদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

৯.৩ বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রভাব

তাবলিগ জামাত বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাদের প্রভাব এবং বিস্তার সত্যিই বিস্ময়কর।

বিশ্বজুড়ে কেন্দ্র: ভারতের নিজামউদ্দিন, বাংলাদেশের টঙ্গী ও কাকরাইল মসজিদ, পাকিস্তানের রাইবেন্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান, যুক্তরাজ্যের ডিউসবারি ও যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো—এইসব কেন্দ্রে থেকে বিশ্বব্যাপী কাজ পরিচালিত হয়।

বিশ্ব ইজতেমা: বাংলাদেশে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইজতেমা হলো মুসলমানদের বৃহৎ সমাবেশগুলোর একটি, যেখানে দেশ-বিদেশের লাখো মানুষ একত্রিত হন। যেটি বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার টঙ্গী ইজতেমা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়।

ভাষা ও জাতি নির্বিশেষে দাওয়াত: তাবলিগ জামাতের দাওয়াতি কাজ কোনো ভাষা, অঞ্চল, জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—এটি একটি সর্বজনীন দাওয়াহ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

ব্যক্তিগত পরিবর্তন: বহু মানুষ এই জামাতের মাধ্যমে নামাজি, দ্বীনদার ও চারিত্রিকভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে নিয়েছে।

তাবলিগ জামাত আধুনিক দুনিয়ায় শান্তিপূর্ণ, আত্মশুদ্ধিমূলক ও প্রভাববিস্তারকারী একটি দাওয়াহ আন্দোলন। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও আমলকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা, আন্তরিকতা ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই জামাত গোটা বিশ্বে ইসলামের শান্তির বাণী পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

দশম অধ্যায় : দাওয়াহ্ ও তাবলিগের উন্নয়নে করণীয়

বর্তমান যুগে দাওয়াহ ও তাবলিগের গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি চ্যালেঞ্জও বেড়েছে। এই দাওয়াতি কাজকে আরও ফলপ্রসূ ও সময়োপযোগী করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। ইসলামি দাওয়াহ'র সুশৃঙ্খল বিকাশ, আধুনিক মাধ্যমের সদ্ব্যবহার, এবং দায়িত্বশীল কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিই এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য।

১০.১ জ্ঞান অর্জন ও প্রশিক্ষণ

দাওয়াহ ও তাবলিগের জন্য শুধু ইচ্ছাশক্তি নয়, প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ।

শরয়ি জ্ঞান: একজন দাঈর জন্য কুরআন, হাদীস, ফিকহ, আকীদা, সিরাত ইত্যাদির মৌলিক জ্ঞান থাকা জরুরি। সঠিক তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে মানুষকে দাওয়াত দিতে পারলেই প্রভাব সৃষ্টি হয়।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দাওয়াতি প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সেমিনার ও কোর্স চালু করা যেতে পারে, যেখানে দাওয়াতের কৌশল, মনোবিজ্ঞান, সংবেদনশীলতা, এবং আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপায় শেখানো হবে।

ভাষাজ্ঞান ও যোগাযোগ দক্ষতা: দাওয়াতের ভাষা হতে হবে সহজ, বিনয়ী ও উপযুক্ত। তাই ভাষা চর্চা এবং উপস্থাপন কৌশল শেখাও জরুরি।

১০.২ মিডিয়ার সদ্ব্যবহার

বর্তমান যুগে দাওয়াহর একটি বড় মাধ্যম হলো ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল মিডিয়া। এসব মাধ্যমকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করলে দাওয়াহ বহুগুণে কার্যকর হতে পারে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম: ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, টেলিগ্রাম ও টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মে ইসলামি শিক্ষামূলক ভিডিও, দাওয়াতি বার্তা, প্রশ্নোত্তর সেশন ইত্যাদি প্রচার করা যায়।

ইসলামি অ্যাপ ও ওয়েবসাইট: সঠিক তথ্যভিত্তিক ও আকর্ষণীয় ইসলামি কন্টেন্টের ওয়েবসাইট ও অ্যাপ তৈরি করতে হবে, যেন মানুষ সহজে দ্বীন সম্পর্কে জানতে পারে।

প্রফেশনাল কনটেন্ট ক্রিয়েশন: ইসলামি দাওয়াহ'র ভাষা ও প্রেজেন্টেশন আধুনিক যুগোপযোগী হওয়া উচিত। এতে তরুণ প্রজন্মের মাঝে ইসলাম পালনের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

১০.৩ একতা, উদারতা ও আন্তরিকতা

দাওয়াহ কার্যক্রমে সাফল্য অর্জনের জন্য দলগত ঐক্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা অপরিহার্য।

মতের ভিন্নতা সহনীয় হওয়া উচিত: উম্মাহর ভেতরে ফিকহি বা মাজহাবি ভিন্নতা থাকলেও, তা দাওয়াহ'র পথে অন্তরায় হওয়া উচিত নয়। সকল মত-পথের উর্ধ্বে উঠে ইসলামের মৌলিক বার্তা পৌঁছে দিতে হবে।

একতা ও সমন্বয়: বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন, আলেম সমাজ, ও তাবলিগি দলগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা থাকলে দাওয়াহ কার্যক্রম আরও শক্তিশালী হয়।

ইখলাস (আন্তরিকতা): দাওয়াহ শুধু দায়িত্ব নয়, ইবাদতের একটি রূপ। তাই রিয়া বা খ্যাতির আশায় নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দাওয়াহ করতে হবে। আন্তরিকতা ছাড়া কোনো দাওয়াত টেকসই হয় না।

দাওয়াহ ও তাবলিগ কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা, আধুনিক মাধ্যমের সদ্ব্যবহার, দক্ষ জনবল তৈরি, এবং উম্মাহর মধ্যে একতা-শান্তি প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। এই সকল উদ্যোগই ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা বিশ্বের দরবারে পৌছাতে সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার

দাওয়াহ ও তাবলিগ ইসলামি দ্বীন ও সংস্কৃতির মৌলিক এবং অপরিহার্য অংশ। কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, দাওয়াহ কেবল নবীগণেরই দায়িত্ব ছিল না, বরং এটি প্রতিটি মুসলমানের ওপর অর্পিত এক মহান দায়িত্ব। ইসলাম প্রচার, ন্যায়ের আহ্বান এবং অন্যায় প্রতিরোধের যে প্রক্রিয়া, তা-ই দাওয়াহ ও তাবলিগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

ইতিহাস প্রমাণ করে, নবী করীম (সা.)-এর দাওয়াহ মিশন, সাহাবাদের আত্মত্যাগ, এবং পরবর্তী যুগের ওলি-আলেমদের কর্মধারা এই ধারাকে জীবিত রেখেছে। তাবলীগ জামাত সহ বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন বিশ্বব্যাপী দাওয়াহ ও ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিতে অসামান্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

সমসাময়িক সময়ে দাওয়াহ ও তাবলিগ নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, যেমন ইসলামোফোবিয়া, ভুল ব্যাখ্যা, প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং দাওয়াতকারীদের অদক্ষতা। তবে এসব বাধা সত্ত্বেও সঠিক জ্ঞান, প্রশিক্ষণ, আন্তরিকতা, এবং মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহারের মাধ্যমে এই মহৎ কাজ আরও গতিশীল ও কার্যকর করা সম্ভব।

বিশ্বের শান্তি, মানবিকতা এবং নৈতিকতা রক্ষার জন্য ইসলামি দাওয়াহ এক অনন্য পথ। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চর্চা ও প্রচারেই নিহিত রয়েছে দাওয়াহর প্রকৃত সার্থকতা। তাই মুসলমান হিসেবে আমাদের উচিত, নিজেকে দাওয়াতের উপযুক্ত বাহক হিসেবে গড়ে তোলা এবং বিশ্বকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করা।

তথ্য সহায়তায়

1. **আল-কুরআনুল কারীম** – বিভিন্ন তাফসীরসহ (তাফসীর ইবনে কাসীর, তাফসীরে মারেফুল কুরআন)
2. **সহীহ বুখারী** – ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (রহ.)
3. **সহীহ মুসলিম** – ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ (রহ.)
4. জামে আত-তিরমিজি – মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিজি
5. **রিয়াদুস সালেহীন** – ইমাম নববী (রহ.)
6. **আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া** – ইমাম ইবনে কাসীর
7. **তাবলিগ জামাতের ইতিহাস** ঐতিহ্য ও অবদান – মাওলানা তারিক জামিল
8. **দাঈদের জ্ঞানচর্চা** – ড. ইউসুফ আল কারজাভি
9. **আল্লাহর পথে দাওয়াত** – ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)
10. তাবলীগ ও ইসলামী যিন্দেগী – হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)
11. **Contemporary Dawah Methods** – Dr. Bilal Philips
12. মাসিক আলকাউসার – https://www.alkawsar.com/bn/article/2339/